প্রাথমিক শিক্ষকদের তিনদিনব্যাপী মহাবিক্ষোভ ও অবস্থান ধর্মঘটের প্রথম দিনে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় দেশের বিভিন্নস্থান হইতে আগত প্রাথমিক শিক্ষকদের মিছিলের একাংশ —ইত্তেফাক

প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাবিক্ষোভের প্রথমদিনে —

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে অর্পণের প্রতিবাদে এবং ২৪শে জানুয়ারীর এগারো সদস্যবিশিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট হুবহু বাস্তবায়নের দাবীতে গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকাল ৭টা হইতে ঢাকা নগরীতে সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের ৭২ ঘণ্টা-ব্যাপী মহাবিক্ষোভ কর্মসূচী শুরু হইয়াছে।

একই দাবীতে গত বুধবার পর্যন্ত দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘটের ৫৬ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শিক্ষকরা মহাবিক্ষোভ শুরু করিয়াছেন। সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক গত দুইদিন ধরিয়া নগরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

মহাবিক্ষোভ কর্মসূচীর প্রথম দিনে গতকাল সকাল সাতটা হইতে দশটা পর্যন্ত বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশের পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হইতে বঙ্গভবনের সম্মুখস্থ সড়কের প্রবেশমুখ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন-ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান ধর্মঘট এবং পরে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয়

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

গণতান্ত্রিক পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা অবস্থান ধর্মঘটের সময় শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে মিছিল ও পথসভা করেন। কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেও শিক্ষকদের সেবা করেন।

আজ (শুক্রবার) মহাবিক্ষোভ কর্মসূচীর দ্বিতীয় দিনে সকাল ৭টা হইতে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশ শুরু হইবে। সকাল আটটায় জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ সমাবেশে বক্তৃতা করিবেন। সমাবেশ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হইতে বঙ্গভবন পর্যন্ত একটানা অবস্থান ধর্মঘট শুরু হইবে। সমিতির সভাপতি সমাবেশে বক্তৃতা করার জন্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সকাল ৮ টার মধ্যে সমাবেশস্থলে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

গতকাল সকালে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে সমাবেশে সারাদেশ হইতে আগত হাজার হাজার শিক্ষক কালোপতাকা লইয়া নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে বিভিন্ন ধ্বনি দিতে থাকেন।

সমাবেশে অধ্যাপক আজাদ দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি বিবাদ-বিসংবাদ পরিহার করিয়া স্বৈরাচার ও নিষ্পেষণের হাত হইতে শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষক তথা দেশবাসীকে রক্ষার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি সরকারের প্রতি ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কিত 'কালাকানুন' ও প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ-'৮১ বাতিল করা এবং ২৪শে জানুয়ারীর প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির রিপোর্টের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবী জানান।

গতকাল সোয়া দশটার দিকে সমাবেশে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ বঙ্গভবন অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। তাঁহারা গুলিস্তান হইয়া বঙ্গভবন প্রবেশ-দ্বার সংলগ্ন সড়কের প্রবেশমুখ পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। বঙ্গভবনের সম্মুখস্থ সড়কের প্রবেশমুখে এবং গুলিস্তান কামানের সম্মুখে কড়া পুলিশ প্রহরা মোতায়েন ও নিরাপত্তা ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। অবস্থান ধর্মঘট ক্রমশঃ বায়তুল মোকাররম, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, পুরানা পল্টন চৌরাস্তা, প্রেসক্লাব সংলগ্ন গোল চক্কর, পুরাতন হাইকোর্টের সম্মুখস্থ গোলচক্কর, শিশু একাডেমীর সম্মুখস্থ গোলচক্কর ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই পরিস্থিতিতে উল্লিখিত এলাকাসমূহে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। বেলা ২ টায় অবশ্য যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হইয়া আসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র-সংগঠনের নেতা-কর্মিগণ অবস্থান ধর্মঘটরত শিক্ষকদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্বেচ্ছাসেবায় আগাইয়া আসেন।

কয়েকটি সংগঠন কয়েক জায়গায় পথসভা ও মিছিল করে। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা একটানা অবস্থান ধর্মঘটের পর, অবস্থান ধর্মঘট পরবর্তী দিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করিয়া মিছিল সহকারে শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকায় চলিয়া যান। মিছিলে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন।

আওয়ামী লীগ

প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে গতকাল (বৃহস্পতিবার) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (হাসিনা) উদ্যোগে শহরে মিছিল ও বঙ্গভবনের নিকট ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রান্তে দুইটি পথ সভার আয়োজন করা হয়। মিছিলে অন্যান্যের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন আবদুল মালেক উকিল, ডঃ কামাল হোসেন, মিসেস জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব তোফায়েল আহমদ এবং দলের প্রেসিডিয়াম ও সেক্রেটারিয়েটের কর্মকর্তাবৃন্দ। পথসভায় অবিলম্বে শিক্ষকদের দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন জনাব আবদুল মালেক উকিল, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, জনাব জিল্লুর রহমান, ডঃ কামাল হোসেন, জনাব আবদুর রাজ্জাক ও জনাব তোফায়েল আহমদ।

পূর্বাহ্নে প্রেসিডিয়ামের এক সভায় প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবীর প্রতি সরকারী উপেক্ষার তীব্র নিন্দা ও দাবী মানিয়া লওয়ার আহ্বান জানান হয়।

আওয়ামী লীগ (মিজান)

আওয়ামী লীগের (মিজান) জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, জনাব মোজাফফর হোসেন পল্টু, জনাব আবদুর রউফ প্রমুখ নেতা বিক্ষোভরত শিক্ষকদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের দাবীর প্রতি একাত্মতা জ্ঞাপন করেন।